দৈনিক ইনকিলাব

৬

তারিখ ... SEP 1-1 1999 ..
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ১ ......

চট্টগ্রাম ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ

মাথায় স্কার্ফ পরে আসার অপরাধে ক্লাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এক ছাত্রীকে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ মাথায় স্কার্ফ পরে ক্লাসে আসায় এক ছাত্রীকে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে শতকরা ৮৫ জন মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের অন্যতম মহানগরী, বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রামের ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজে। নজিরবিহীন এ ঘটনায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রীটির নাম সৈয়দা আতিয়া বেগম। সে উক্ত কলেজের বাণিজ্য বিভাগের 'ক' শাখার ছাত্রী, তার রোল নং ২১। তার পিতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আজহার।

জানা যায়, সৈয়দা আতিয়া বেগম ১০ আগস্ট '৯৯ কলেজে ভর্তি হয়। ভর্তির পর ১৬ আগস্ট থেকে ক্লাস শুরু হলে সে কলেজের সুনির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে এবং স্কার্ফ দিয়ে মাথা ও মুখের নিম্নভাগ আবৃত করে ক্লাসে হাজির হয়। একইভাবে সে তার পরদিন ক্লাসে গেলে শ্রেণী (৯-এর পৃঃ দেখুন)

মাথায় স্কার্ফ পরে আসার অপরাধে ক্লাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এক ছাত্রীকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক তাকে স্কার্ফ খুলে ফেলতে নির্দেশ দেন। আতিয়া তার ধর্মীয় অনুভূতির কারণে স্কার্ফ খুলতে অপারগতা প্রকাশ করে। এতে শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে তার পরদিন আতিয়ার আব্বাকে প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করতে বলেন। তাদের পারিবারিক সূত্র জানায় যে, পরদিন অর্থাৎ ১৮ আগস্ট প্রফেসর ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আতাহার মেয়েকে নিয়ে প্রিন্সিপাল মিসেস হাসিনা জাকারিয়ার সাথে দেখা করেন এবং তিনি ইসলামী বিধান অনুযায়ী তার মেয়েকে কলেজের ইউনিফর্মের সাথে অতিরিক্ত স্কার্ফ পরে ক্লাসে আসার অনুমতি দেয়ার আবেদন জানান। কিন্তু প্রিন্সিপাল আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আতিয়াকে কলেজ থেকে নিয়ে যেতে বলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন এটি কোন মহিলা কলেজ বা মহিলা মাদ্রাসা নয়, এখানে স্কার্ফ পরে ক্লাস করা যাবে না। তিনি পরে এসে কলেজ থেকে টিসি নিয়ে যেতে বলেন।

গত ২২ আগস্ট সৈয়দ মোহাম্মদ আতাহার তার মেয়েকে স্কার্ফ পরে ক্লাস করার অনুমতি প্রার্থনা করে প্রিন্সিপালের বরাবরে দীর্ঘ আবেদন করেন। আবেদনের কোন সাড়া না পেয়ে তিনি গত ২৮ আগস্ট আরও একটি আবেদন করেন এবং উক্ত আবেদনের পরে তিনি ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তার মেয়ের ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার আহবান জানান। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ গত বুধবার পর্যন্ত তাদের কোন বক্তব্য দেয়নি। এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল মিসেস হাসিনা জাকারিয়ার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ কলেজে পড়তে হলে কলেজের ইউনিফর্ম ফলো করতে হবে। এখানে মুখ ঢেকে রেখে ক্লাস করার কোন সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে কলেজ পরিচালনা পরিষদের কোন নীতিমালা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, লিখিত কোন নীতিমালা না থাকলেও কলেজের পরিবেশ এবং রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে হলে কতিপয় নীতি মেনে চলতে হয়।

একপর্যায়ে মিসেস হাসিনা জাকারিয়া এসব বিষয় পত্র-পত্রিকায় লেখা হলে 'কঠোর ব্যবস্থা' গ্রহণ করবেন বলে তার সামনে উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন এবং এ ব্যাপারে কোন কিছু না লেখার জন্য অনুরোধ করেন।

উল্লেখ্য, ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গত কয়েক বছর ধরে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা চমৎকার ফলাফল করে আসছে। জানা যায়, এ কলেজে বছরের শুরুতে নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার সময় দোয়া মাহফিল এবং বিশেষ মুনাজাতেরও ব্যবস্থা করা হয়। এমতাবস্থায় পর্দার মত একটি অবশ্য পালনীয় ইসলামী বিধানের প্রতি কতিপয় শিক্ষকের অতি বাড়াবাড়ি সর্বমহলে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।